গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জননিরাপত্তা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.mhapsd.gov.bd

''মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি'' পর্যালোচনা সংক্রান্ত মার্চ ২০২৩ মাসের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ ও সময় : ২৭ মার্চ ২০২৩, সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের সকল অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবসহ অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং কোন সংশোধনী ছাড়াই তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভায় অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)- কে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় কার্যপত্র মোতাবেক গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) উল্লেখ করেন, জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৮টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইতোমধ্যে ১৩টি বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ২৭ টি নির্দেশনার মধ্যে ১৪টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩টি নির্দেশনা বাস্তবায়নাধীন/ চলমান। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃনং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও তা প্রদানের তারিখ	সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণ। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন- ২০১৮ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান যা আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন হলে কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:**আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	কর্মরত বিশেষ আনসার ও হিল আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন আনসার হিসেবে আত্মীকরণের নিমিত্ত 'ব্যাটালিয়ন আনসার প্রবিধানমালা, ১৯৯৬' সংশোধনের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিত তথ্যাদি ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।
২	ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসা হবে। ১১-০২-২০১৬	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০১৮ চূড়ান্ত প্রণয়নের ভেটিং এর জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাটালিয়ন আনসারদের স্থায়ীকরণ শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। **বাস্তবায়নে:**আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ	আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২২ আইনের খসড়া পুনঃপ্রণয়নের কাজ চলছে। আইনটি প্রণীত হবার পর ব্যাটালিয়ন আনসারদের চাকুরি স্থায়ীকরণ সময় শূন্য বছরে নিয়ে আসার বিষয়টি বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যাবে। উল্লেখ্য খসড়া আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে কতিপয় পর্যবেক্ষণ দিয়ে ভেটিং ব্যতিরেকে আইনের খসড়াটি ১২.১০.২০২২ তারিখ ফেরত প্রদান করে। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০২.০৩.২০২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩	থানার জন্য নিজস্ব ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ। ০৬-০৬-২০১০	চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির শতকরা হিসাব উল্লেখ করে প্রতিবেদন জননিরাপত্তা বিভাগের প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **বাস্তবায়নে:**পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ/উন্নয়ন অনুবিভাগ।	(ক) "পুলিশ বিভাগের ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১০১টি জরাজীর্ণ থানা ভবন নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন। খ) বর্তমানে "দেশের বিভিন্ন স্থানে থানার প্রশাসনিক কাম ব্যারাক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প ১১৬৩৯৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে আরো ১০১টি নতুন থানা ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির উপর গত ০৩.০৬.২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি গত ২৭.০৬.২০২২ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ২৩.০৭.২০২২ তারিখ কতিপয় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে তা সংশোধনপূর্বক পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১৯.০২.২০২৩ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	আনসার সদস্যদের ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। ১১-০২-২০১৬	ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে আবাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়নেঃ** আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ।	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ১৫টি আনসার ব্যাটালিয়ন) প্রকল্পের আওতায় (২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত) ৬-তলা ভিতবিশিষ্ট ৪-তলা ব্যারাক ভবন ও অধিনায়ক বাংলো নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে যা ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তবায়িত ১৫টি ব্যাটালিয়নের মাস্টার প্ল্যানের পুন:পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর হতে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ১৭.০৮.২০২১ তারিখ অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে স্থাপত্য অধিদপ্তরের চাহিত তথ্যাদি ২২.০১.২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে।
৫	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণ। ০৩-০৫-২০০৯	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স সংলগ্ন পুলিশ ব্যারাক নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ অনুবিভাগ	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১২.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া থানার অভ্যন্তরে ভিভিআইপি ডিউটিতে নিয়োজিত ফোর্সের আবাসনের জন্য ৬ তলা ব্যারাক ভবনের নির্মাণ কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় তলা ব্যবহৃত হচ্ছে। ৮৫% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩০.০৩.২০২৩ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট ১৫% কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

			উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১৩.১২.২০২২ তারিখের ১৬৮ নং পরিপত্র মূলে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আবাসিক এবং অনাবাসিক ভবন) খাতে অর্থের ৫০% ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চলতি অর্থ বছরের ৫০% অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। ফলে এ অর্থ বছরে আর কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে না। এ অর্থ বছরে পরিপত্রের নির্দেশনা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে, অন্যথায় ৩০.০৬.২০২৩ তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না মর্মে পুলিশ অধিদপ্তর হতে জানা যায়।

খ) ০৭-০৫-২০১৫ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সময়ে জননিরাপত্তা বিভাগ-সংশ্লিষ্ট ২৭টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত ১৪টি এবং ১৩টি বাস্তবায়নাধীন/চলমান। চলমান নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ও তা প্রদানের তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা প্রতিরোধ করতে হবে। ১১-০৫-২০১৬	সন্ত্রাস, নাশকতা ও জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত/সুপারিশ থাকলে তা এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করতে হবে। বাস্তবায়নে: রাজনৈতিক ও আইসিটি অনুবিভাগ।	জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসাধারণকে সামাজিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও Counter Radicalization, De-Radicalization কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে Awareness Programme চলমান। Television Commercial (TVC) ও Online Video Commercial (OVC)এর মাধ্যমে জঙ্গী বিরোধী সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। উগ্রবাদীরা কোরান হাদীসসহ ধর্মীয় অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃত প্রচার-প্রচারণা করে জনগণকে সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করছে, বাংলাদেশ পুলিশের উদ্যোগে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা (Counter narratives) এর মাধ্যমে জঙ্গী/ উগ্রবাদ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে নিয়মিত জুমা'র নামাজের খুৎবার সময় এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে। এছাড়াও জঙ্গীবাদ নিরোধে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক উঠান বৈঠক এর আয়োজন করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান।
২	জঙ্গিবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২০-০৪-২০১৬		
৩	২০০১-২০০৬ সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিষয়ে সংঘটিত হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশের ভিত্তিতে করা মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং	২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জুডিশিয়াল তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৪৩৫ টি মামলা রুজু হয়। পরিসংখ্যান নিম্নরূপ: (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)

	হবে। ০৭-০৫-২০১৫	আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি	<table><tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগপত্র</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>স্থগিত</th></tr><tr><td>৪৩৫</td><td>৩৮৬</td><td>৩৩</td><td>১৬</td></tr></table> উল্লেখ্য, স্থগিত ১৬টি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন কর্মকর্তা, পুলিশ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে ৩টি মামলার স্থগিতাদেশ ভ্যাকেটকরণের লক্ষ্যে আইন কর্মকর্তা বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ১১টি মামলা পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে পুলিশের সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২টি মামলার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান।
৪	২০১৪'র জাতীয় নির্বাচন ঠেকানোর জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) স্থগিত মামলাগুলি আলোচনা করে সচল করার ব্যবস্থা করতে হবে। (৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/মনিটরিং কমিটি	১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঠেকানোর লক্ষ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত অপারাধীদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনে ১ জানুয়ারি ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্তের বিররণ নিম্নরুপ: (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) <table><tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr><tr><td>৩৭৮৬</td><td>৩৫৪৯</td><td>১৮৬</td><td>৫১</td></tr></table> অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ মামলাসমূহের তদন্তসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রেখেছেন।
৫	অবরোধ, হরতাল চলাকালীন সহিংসতার ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের তদন্ত, চার্জশীট, প্রতিবেদন ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) তদন্তাধীন মামলাসমূহের তদন্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) যে সব মামলায় অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে, সেগুলোর বিচার প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (৩) স্থগিত মামলাগুলো সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ মনিটরিং কমিটি	১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত সারাদেশে সহিংসতার ঘটনায় রুজুকৃত মামলার তথ্য নিম্নরুপ : (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) <table><tr><th>মামলার সংখ্যা</th><th>অভিযোগ পত্র</th><th>চূড়ান্ত রিপোর্ট</th><th>তদন্তাধীন</th></tr><tr><td>১৮২৬</td><td>১৭৮৯</td><td>৩৩</td><td>৪</td></tr></table>
৬	সোনা পাচার/মাদক/ অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(ক) যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতি মাসের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখ করতে হবে। (গ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার জন্য ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য সোনা পাচার, মাদক, অস্ত্র, শিশু ও মানব পাচার রোধ করার লক্ষ্যে ও জড়িতদের আইনের আওতায় আনার জন্য নিয়মিতভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মাদকের সাথে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে দেশের থানাগুলোতে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাদকদ্রব্য উদ্ধার সংক্রান্ত ৬,৩৯৪টি মামলায় ৮,৩০১ জনকে এবং মানব পাচারের ঘটনায় ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ৬২টি মামলায় ৮২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া যেসব রুট দিয়ে সোনা, মাদক, অস্ত্র ও মানব

		বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	পাচার করা হয়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেসব রুটে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য মাদকের স্পটসমূহে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে পুলিশি টহল জোরদার ও জনগনকে সভা সমাবেশ এবং বিট পুলিশিং এর মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধে সচেতন করা হচ্ছে। বিজিবি কর্তৃক পরিচালিত অভিযানসমূহের **পরিসংখ্যান:**
৭	জেলায়/উপজেলায় পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	(১) উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সভার বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পুলিশ/উন্নয়ন অনুবিভাগ/ উপসচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ৩৮৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৫ টি ফাঁড়ি নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়িত | চলমান | অগ্রগতি | মন্তব্য ৭০ | ৪৫ | ৮১.০০% | অবশিষ্ট ১৯% কাজ আগামী ৩০.৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত পূর্বক হস্তান্তর করা হবে। উল্লেখ্য, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ১৩.১২.২০২২ খ্রি. তারিখের পরিপত্র মূলে চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আবাসিক এবং অনাবাসিক ভবন খাতে অর্থের ৫০% ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চলতি অর্থবছরের ৫০% অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, ফলে এ অর্থবছরে আর কোন অর্থ বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে না। এ অর্থবছরে পরিপত্রের নির্দেশনা প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়েছে, অন্যথায় ৩০.০৬.২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না মর্মে পুলিশ অধিদপ্তর হতে জানা যায়। "দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাঁড়ি/তদন্ত কেন্দ্র, ক্যাম্প, নৌ-পুলিশ কেন্দ্র, রেলওয়ে পুলিশ, থানা ও আউটপোষ্ট, ট্যুরিস্ট পুলিশ সেন্টার এবং হাইওয়ে পুলিশের জন্য থানা/আউটপোষ্ট নির্মাণ " শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব ০১.০৮.২০২২ তারিখ পুলিশ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির যাচাই-বাচাই কার্যক্রম চলমান।
৮	মডেল থানার জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব যৌক্তিক করতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫	ভূমি বরাদ্দ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে। তবে অত্যাবশ্যক/জরুরি প্রয়োজনে পূর্বের নীতিমালার প্রস্তাব প্রেরণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট কমিটি	বাংলাদেশ পুলিশের থানাসমূহ, নবসৃষ্ট ইউনিটসহ বিভিন্ন ইউনিট/ দপ্তরের জন্য জমির প্রাপ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্তে জননিরাপত্তা বিভাগ ও পুলিশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১৭.০২.২০১৯ তারিখের সভার সুপারিশ অনুযায়ী ০৫.১১.২০১৯ তারিখ অধিনস্ত বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার জন্য জমির পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রেরণ করে। পরিসংখ্যান: ক্রনং | থানা | পূর্বে ছিলো | বর্তমানে সুপারিশকৃত ক | মেট্রো এলাকায় | ০.৫০ একর | ০.৭৫ একর খ | পল্লী এলাকায় | ১.০০ একর | ২.০০ একর গ | পার্বত্য এলাকায় | - | ৪.০০ একর উক্ত সুপারিশমালা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া ৬.১২.২০২২ তারিখ সারাদেশে ট্রাফিক বক্স নির্মাণের নিমিত্ত জমির পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশমালায় অন্তর্ভূক্ত করার জন্য পুলিশ অধিদপ্তর হতে পত্র পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য ২৬.২.২০২৩ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (পুলিশ ও এনটিএমসি), জননিরাপত্তা বিভাগ এর সভাপতিত্বে জমির প্রাধিকার সংক্রান্ত সুপারিশমালায় সংশোধন ও সংযোজন বিষয়ে সর্বশেষ সভা

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নতুন করে আরো কিছু ইউনিটের জমির প্রাপ্যতার অর্ন্তভুক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>সম্প্রতি যে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো সে সমস্ত এলাকায় যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে। ০৭-০৫-২০১৫</td><td>যৌথ অপারেশন চলমান রাখতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ</td><td>ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত পরিচালিত অভিযান ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রের পরিসংখ্যান:
<table>
<tr><th>অভিযান</th><th>গ্রেফতার</th><th>দেশী পিস্তল</th><th>দেশী পাইপ গান</th><th>ওয়ান শুটার গান</th><th>এল জি</th><th>ককটেল</th><th>কার্তুজ</th><th>গুলি</th></tr>
<tr><td>৮০৩টি</td><td>২৮১ জন</td><td>১টি</td><td>৩টি</td><td>২টি</td><td>১টি</td><td>০৮টি</td><td>২২ রাউন্ড</td><td>৫ রাউন্ড</td></tr>
</table>
বর্তমানে সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। বিগত সময়ে সকল এলাকায় সন্ত্রাসী/নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানো হয়েছিল ঐ সকল এলাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কর্তৃক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কঠোর হতে হবে। (১৬-০৩-২০১৪)</td><td>(ক) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) ড্রোন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ</td><td>উপকূলীয় অঞ্চলে এর কার্যক্রম গতিশীল বিশেষ করে সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচার রোধে কোস্টগার্ড কর্তৃক পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত আছে।
(ক) উপকূলীয় অঞ্চলে মানব পাচার ও মাদকের অনুপ্রবেশ রোধসহ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সদা তৎপর। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের দায়িত্বাধীন এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের অধীন ০৪টি জোন, ০৫টি বেইস, ২৭টি জাহাজ, ০১টি ফ্লোটিং ক্রেন, ১৩৬টি বোট, ৪২টি স্টেশান ও ১৫টি আউটপোস্ট বিদ্যমান।
(খ) সমুদ্রপথে মাদক ও মানব পাচারের বিষয়ে কোস্ট গার্ড এর নিয়মিত গোয়েন্দা নজরদারী, মনিটরিং, টহল ও আভিযানিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে এবং অপারেশান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে সকল জোন, বেইস, জাহাজ, বোট, স্টেশন ও আউটপোস্ট সার্বক্ষণিকভাবে অপারেশান চালিয়ে যাচ্ছে।
(গ) কক্সবাজার, টেকনাফ, ইনানী, হিমছড়ি বাহারছড়া, ভোলা ও সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট গার্ড এর নতুন স্টেশন/আউটপোস্ট চালুকরত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে টহল জোরদার করা হয়েছে।
(ঘ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ০১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত দায়িত্বাধীন এলাকায় মোট ৬,৭৪৪টি অভিযান পরিচালনা করে ১৩,৫৭৬টি বোট তল্লাশী চালিয়ে বিভিন্ন অবৈধ মালামাল আটক করে যার আনুমানিক মোট মূল্য ৬৩৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তন্মধ্যে জব্দকৃত অবৈধ মালামাল এবং বিভিন্ন প্রকার দেশি/ বিদেশি মাদকদ্রব্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন থানার হস্তান্তর করা হয়।
(ঙ) ভাসানচর এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি, Forcibly Displaced Myanmar Nationals (FDMN's) পলায়ন রোধ এবং সর্বোপরি জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে FDMN সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং সহজতর করার জন্য বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ২০ জুন ২০২২ তারিখ ০২ (দুই) টি অত্যাধুনিক ও উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ Photography Drone with Associated Accessories ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ০১টি ড্রোন ভাসানচরে এবং অপর ০১টি ড্রোন বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড স্টেশান সেন্টমার্টিন্স এ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্র সংলগ্ন</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে আরো আধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন সংযুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কোস্টগার্ড কর্তৃক উদ্ধারকৃত মাদকের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>মাস</th><th>ইয়াবা (পিস)</th><th>বিয়ার (ক্যান/ বোতল)</th><th>ক্রিষ্টাল মেথ (আইস) (কেজি)</th><th>গাঁজা(গ্রাম)</th><th>হেরোইন(গ্রাম)</th><th>দেশি/বিদেশি মদ (লিটার)</th></tr>
<tr><td>জানুয়ারি</td><td>৩,৮৮,৫৫৬</td><td>২,২০৬</td><td>-</td><td>১৮,১৪০</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি</td><td>৮৯,২৩৭</td><td>৩৮২</td><td>-</td><td>১১,৭০০</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>সর্বমোট</td><td>৪,৭৭,৭৯৩</td><td>২,৫৮৮</td><td>-</td><td>২৯,৮৪০</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>১১</td><td>(ক) পুলিশ সদস্যদের আবাসিক সমস্যা নিরসন করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)</td><td>অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে আরও তৎপর হতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার পূর্বে প্রশাসন অনুবিভাগকে অবহিত করতে হবে।
বাস্তবায়নে: পুলিশ অধিদপ্তর/উন্নয়ন অনুবিভাগ।</td><td>রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ১১৯৫.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলা/ ইউনিটের পুলিশ সদস্যদের/ ফোর্সের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য (১৫টি পুরুষ ও ৪৯টি মহিলা) ব্যারাক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৫৩% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৭% কাজ চলমান। আগামী ৩০.৬.২০২৫ তারিখের মধ্যে চলমান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হবে।

উল্লেখ্য, বিভাগীয় জেলাসমূহে জমি না থাকায় আবাসন নির্মাণ করা যাচ্ছে না। জমি সংগ্রহ করা গেলে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আর্থিক বরাদ্দ সাপেক্ষে ভবিষ্যতে নতুন ভবন/ কোয়ার্টার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হবে।</td></tr>
<tr><td></td><td>(খ) সীমান্তে চোরা চালান ও মাদক প্রতিরোধে বিজিবিকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। অরক্ষিত এলাকায় বিওপি নির্মাণ করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)</td><td>(ক) সীমান্তে চোরাচালান ও মাদক প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।
(খ) চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(গ) ড্রোন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে
বাস্তবায়নে: বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ/ আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ</td><td>(ক) বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর নির্দেশনা অনুযায়ী সীমান্ত এলাকা দিয়ে যাতে চোরাচালান ও মাদক পাচার হতে না পারে সে লক্ষ্যে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল কার্যক্রম পরিচালনা, ব্যাপক তল্লাশী এবং কঠোর নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও;

(খ) ভারত এবং মায়ানমার সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪০১.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারীতে আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩৭.৫ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় আরও ২২টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নীলডুমুর ও সুন্দরবনের গহীন অরণ্যের ৬০ কিলোমিটার জল সীমান্তে ২টি ভাসমান বিওপি (কাচিকাটা ভাসমান বিওপি ও আঠারোবেকী ভাসমান বিওপি) স্থাপন করা হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন (বয়েসিং ভাসমান বিওপি ও হলদিবুনিয়া ভাসমান বিওপি) রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতে হবে। (১৩-০৩-২০১৪)</td><td>আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ ও আন্ত:বাহিনী সম্পর্ক কর্মপরিধির প্রস্তাব আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তর/আনসার ও সীমান্ত অনুবিভাগ</td><td>আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়ক শক্তির পরিবর্তে আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনার পূর্বে এর আর্থিক সংশ্লেষ, আন্তঃবাহিনী সম্পর্ক, কর্মপরিধির বিস্তৃতি ইত্যাদি পর্যালোচনার জন্য আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে কার্যক্রম চলমান।</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>সাতক্ষীরা সদর উপজেলার আগরদাড়ীতে একটি পুলিশ</td><td>জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগপূর্বক কার্যক্রম</td><td>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হলে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির</td></tr>
</table>

	তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন। ২০-০১-২০১৪	দ্রুত ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়নে:** পুলিশ অধিদপ্তর/ পুলিশ ও এনটিএমসি অনুবিভাগ	০২.০২.২০২০ তারিখের সভায় প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত ২/৩টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করে শর্ত সাপেক্ষে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন ৫টি ইউনিয়ন যথা: ১. আগড়দাড়ী ২. বাঁশদহা ৩. কুশখালী ৪. শিবপুর এবং ৫. বৈকারী ইউনিয়ন সমন্বয়ে আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ১৪.০৭.২০২০ তারিখ আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনে সাতক্ষীরা সদর থানা এলাকায় বিদ্যমান ৩টি ফাঁড়ি হতে ২টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরা-কে অনুরোধ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ০১.১২.২০২২ তারিখ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় হতে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট , সাতক্ষীরা কর্তৃক পুলিশ সুপার, সাতক্ষীরা এর মতামতের সাথে সহমত পোষণপূর্বক পূর্বের মতামতের ন্যায় "সাতক্ষীরা শহরের মধ্যে স্থাপিত উক্ত ২/৩ টি পুলিশ ফাঁড়ি বিলুপ্ত না করে নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সদস্যসহ অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সহিত জড়িতদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে অবিলম্বে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানাধীন প্রস্তাবিত আগরদাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়"। পরবর্তীতে, নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২.২.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার নির্দেশনা এবং জননিরাপত্তা বিভাগের ১৬.৩.২০২০ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে মতামত প্রদানের জন্য ১৩.৩.২০২৩ তারিখ পুনরায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাতক্ষীরাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্তসমুহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.১	(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান, অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ
১.২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত মামলাসমূহের তদারকি কার্যক্রম বৃদ্ধিসহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ
১.৩	প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদারকি ও পরিদর্শন বৃদ্ধি করে উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ
১.৪	জঙ্গিবাদ ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে জড়িত এবং নাশকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযান, সোনা পাচার/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানব পাচার এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান এবং টহল অব্যাহত রাখাসহ উপকূলীয় অঞ্চলে নজরদারি বাড়াতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান, সকল অনুবিভাগ প্রধান, জননিরাপত্তা বিভাগ

অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৪.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৯.

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৯
২৭ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) দপ্তর/ সংস্থা প্রধান (সকল)
২) অতিরিক্ত সচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৩) যুগ্মসচিব (সকল), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জননিরাপত্তা বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৫) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, জননিরাপত্তা বিভাগ (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)

২৭.০৩.২০২৩
আশাফুর রহমান
উপসচিব